Pdf by Sumon Mahmud

ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া

(২য় খণ্ড)

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া

(২য় খণ্ড)

(মূর্খ-জাহিল মুফতিদের বিভ্রান্তিকর লেখনির দলিলভিত্তিক জওয়াব)

পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা মুহিউসসুন্নাহ

সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আল্লামা

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)

প্রতিষ্ঠাতা

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা

গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স

গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সিরাজনগর

গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর

আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ

নির্বাহী চেয়ারম্যান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

মোবাইল- ০১৭১১-৩২৭৮৪৯, ০১৭১১-৩২৯৩৩৬

Pdf by Sumon Mahmud

প্রকাশনায়

ডা. মোহাম্মদ ফারুক মিয়া

সচিব, আঞ্জুমানে ছালেকীন, হবিগঞ্জ

ডাইরেক্টর, দি ল্যাব এইড হাসপাতাল, হবিগঞ্জ।

০১৭১২- ৭৬৭১৬৪

Pdf by Sumon Mahmud

সহযোগিতায় মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল-কাদেরী
সহকারী অধ্যাপক, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা
মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী
আরবি প্রভাষক, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং, ভাদ্র ১৪২২ বাংলা
জিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরি

সর্বসত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা

পরিবেশনায় মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল আবছার চৌধুরী
সভাপতি, গাউছিয়া করিমীয়া ক্বারী সোসাইটি বাংলাদেশ
মাওলানা আমিনুর রহমান আফরোজ
অর্থ সম্পাদক, গাউছিয়া করিমীয়া ক্বারী সোসাইটি বাংলাদেশ
হাফেজ মাওলানা আলমগীর হোসাইন
শিক্ষক, গাউছিয়া দেওয়ানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সিরাজনগর

প্রচারে আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ এর পক্ষে
আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন
রাউতগাঁও, শমসেরগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

প্রাপ্তিস্থান গাউছিয়া বুকস হাউস, তরাজ ম্যানশন, শ্রীমঙ্গল
মামুন রেজা লাইব্রেরি, নজির মার্কেট, হবিগঞ্জ
আ'লা হযরত করিমীয়া ছালামিয়া লাইব্রেরি
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ০১৭৩১-০১৯১৩৮
জাগরণ প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
০১৮১৯-৮৬৯৫৭৬
আলমদিনা প্রকাশনী, ১০৫, শাহী জামে মসজিদ
শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া একশত টাকা

Pdf by Sumon Mahmud

আর্থিক সহযোগিতায়

* **Alhaz Mohammed Mahtab Uddin**
  Secretary General, Anjuman-E-Salekin, UK.
  2, Asolando Drive, Browning Street
  London SE17 1EJ, UK
* **Alhaz Mohammed saifur Rahman Khan**
  14. Ronald Road, Darnall
  Sheffield, s 9 4 RH
* **Mohammad Abul kalam Azad**
  Chondonirr, 165 Dowson Road Geecross
  Hyde Cheshire. SK 145 HH
* **আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত**
  আহ্বায়ক, আঞ্জুমানে ছালেকীন, হবিগঞ্জ।
* **আলহাজ্ব মোহাম্মদ নূর মিয়া**
  গ্রাম: বড় বহুলা মোল্লাবাড়ি, উপজেলা ও জেলা: হবিগঞ্জ।
* **আলহাজ্ব আবুল হোসেন আকল মিয়া**
  সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, চুনারুঘাট।
* **আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**
  যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স, হবিগঞ্জ।
* **হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান**
  প্রধান শিক্ষক, কদমতলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, শায়েস্তাগঞ্জ
  প্রো: আ'লা হযরত করিমীয়া ছালামীয়া লাইব্রেরি, শায়েস্তাগঞ্জ।
* **মোহাম্মদ এখলাছুর রহমান**
  কাতার প্রবাসী, স্নানঘাট, বাহুবল।
* **মোহাম্মদ অনু আহমদ**
  স্বত্বাধিকারী, আহমদ ফার্নিচার মার্ট
  পানিউমদা বাজার, কলেজ রোড, নবীগঞ্জ।
* **মোহাম্মদ লাল মিয়া**
  ঝালকুড়ি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
* **ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ভুইয়া**
  উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, হবিগঞ্জ।

সূচিপত্র

* ভূমিকা ৫
* সমর্থিত উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত খোলাফাবৃন্দ ৯
* আল ইসতেফতা ১৫
* দারুল ইফতা সিরাজনগর দরবারশরীফ এর পক্ষ থেকে ফাতাওয়া– ১ ১৭
* উপসংহার ৪৬
* দারুল ইফতা সিরাজনগর দরবারশরীফ এর পক্ষ থেকে ফাতাওয়া– ২ ৪৯
* খোলাসা বয়ান ৬০
* ভৈরবের বাহাসে বাতিলপন্থীরা অনুপস্থিত ৬৪

Pdf by Sumon Mahmud

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করছি। যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে সৃষ্টিকুলের মূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত করেছেন। যিনি আমাদের দরদি ও নিদানকালে শাফায়াতের কাণ্ডারী।

হাদিসশরীফে রয়েছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'শেষ যমানায় ঈমানের উপর স্থির থাকা এমনি কঠিন হবে যেমনিভাবে হাতের তালুতে একটি জলন্ত অঙ্গার বা আগুনের টুকরো রাখার মতো। অর্থাৎ জলন্ত অগ্নির টুকরো হাতের তালুর মধ্যে রাখতে যে পরিমাণ কষ্ট হবে, শেষ যমানায় ঈমানের উপর স্থির থাকা তদ্রূপ কষ্ট হবে।'

অপর এক হাদিসশরীফে রয়েছে– শেষ যমানায় ইলিম কমতে থাকবে, মূর্খ-জাহেলদের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিমাণে দেখা দিবে। লোকেরা মূর্খ-জাহেলদের খপ্পরে পড়ে যাবে। বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে মূর্খ-জাহেলদের নিকট দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল তথা ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। ঐ সমস্ত মূর্খ-জাহেলরা ইলিম ব্যতিরেকে বিভিন্ন ফতোয়া দিতে থাকবে। এতে ফতোয়াদাতা ও ফতোয়াপ্রার্থী উভয়ই গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে।

এমনি একযুগ সন্ধিক্ষণে 'ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া (২য় খণ্ড)' প্রকাশ হতে যাচ্ছে যখন চারদিক থেকে শুধু শিরকি ও কুফুরির কালো ধোয়া ভেসে আসছে। যার কারণে মানুষ ধর্মীয় অঙ্গনে আজ মারাত্মক উদ্ভ্রান্ত দিশেহারা হয়ে পড়ছে। কোনটা জায়েয-কোনটা নাজায়েয, কোনটা হালাল-কোনটা হারাম, কোনটা শিরিক-কোনটা কুফুরি– কোরআন সুন্নাহর সুগভীর জ্ঞানে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের

দলিলভিত্তিক ফয়সলার তোয়াক্কা না করেই মূর্খ-জাহেলদের মতো ফতোয়াবাজি করে সমাজের মধ্যে এমনি এক ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করছে। যার দরুণ তাদের ফতোয়ায় সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা তথা সুন্নিয়তের অমূল্য রত্ন গাউছুল আ'জম সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লামা মোজাদ্দিদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমত, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী আলাইহির রহমত, আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী আলাইহির রহমত, আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী আলাইহির রহমত, আল্লামা জারকানী আলাইহির রহমত, আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছী হানাফী বাগদাদী আলাইহির রহমত, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিদে দেহলভী আলাইহির রহমত, চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ আ'লা হযরত আল্লামা ইমাম শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত, আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী ও হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী আলাইহিমার রহমত প্রমুখ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণ কাফের সাব্যস্থ হয়ে পড়েন। যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া সুন্নিয়তই কল্পনা করা যায় না, তারা যদি কুফুরির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলে এই বিশ্বে সুন্নি বলে আমরা কাদের নাম উচ্চারণ করবো?

তাবরানীশরীফের ১১/৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একখানা হাদিসে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– অর্থাৎ নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে ঘোর অন্ধকার রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার ন্যায় বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা বের হতে থাকবে, লোক সকালে মু'মিন হবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। আর বিকালে মু'মিন এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। এ ফিতনাবহুল যুগে একদল লোক পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ দ্বীন ধর্মকে বিক্রি করে দিবে।'

আমরা এ হাদিসের সত্যতা পাই যে, বর্তমান যুগে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য একদল বিপথগামী লোক ইহুদি-নাসারার মদদপুষ্ট

হয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে, চটি চটি বই লিখে চার মাজহাব ও চার তরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে এবং কোরআন সুন্নাহ ইজমাহভিত্তিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বজনমান্য আকিদাসমূহের পরিপন্থী বক্তব্য দিয়ে এদেশের সুন্নি উলামায়ে কেরামদেরকে মনগড়াভাবে শিরিক কুফুরির ফতোয়া দিয়ে সাধারণ মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করার পায়তারা চালাচ্ছে।

হযরত আউফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে কোনকিছুতে শরিক সাব্যস্ত না করে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে শাফায়াত। (তারিখে কবীর– ১/১৮৫ পৃষ্ঠা)

শিরকি ও কুফুরি এবং আল্লাহর হাবিবের শানে বেআদবিমূলক আচরণ থেকে যারা মুক্ত থাকবে, তারাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নেককার লোকের শাফায়াত লাভ করতে পারবে। যারা শিরিক ও কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং নূর নবীর শান-মানের উপর কটুক্তি করবে তারা এ শাফায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তাই মূর্খ-জাহিল ফতোয়াবাজ মুফতিদের খপ্পর থেকে দেশের সরলপ্রাণ সুন্নি মুসলমানদেরকে শিরকি ও কুফুরি এবং নূর নবীর শান বিরোধী কটুক্তি করা থেকে ফিরিয়ে ঈমান বাঁচানোর তাগিদে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস 'ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া (২য় খণ্ড)।'

শিরকি কুফুরি মতবাদকে যারা লালন করছে সাথে সাথে আল্লাহর হাবিবের শান-মানের উপর কুঠারাঘাত করছে তারা যদি আমার এ ফতোয়াটি পাঠ করে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কুফুরি শিরকি নবীবিদ্বেষী মতবাদ পায়ে দলে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও আমলের দিকে ফিরে আসে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

اللهم ثبتنا على معتقدات اهل السنة والجماعة وامتنا فى

زمرتهم واحشرنا معهم- (مكتوبات امام ربانى)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার উপর অটল রাখুন, এ দলে অবস্থানরত অবস্থায় আমাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফিক দান করুন এবং এ দলের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) সঙ্গেই হাশর করুন। আমিন।

গ্রন্থকার

সমর্থিত উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত খোলাফাবৃন্দ

* **পীরে তরিকত আল্লামা এ.কে আফছার আহমদ তালুকদার**
  প্রধান খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
  অধ্যক্ষ, হাজী আলীম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
  প্রতিষ্ঠাতা, চলিতার আব্দা আফছার তালুকদার দাখিল মাদ্রাসা ও
  চলিতার আব্দা গাউছিয়া দরবারশরীফ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
* **পীরে তরিকত আল্লামা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল-কাদেরী**
  খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
  সহকারী অধ্যাপক, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল
* **পীরে তরিকত আল্লামা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী**
  খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
  আরবি প্রভাষক, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল
  প্রতিষ্ঠাতা, আ'লা হযরত একাডেমী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট।
  পরিচালক, রহমতাবাদ খানকাশরীফ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত আল্লামা মুফতি শেখ শিব্বির আহমদ**
  (ছাহেবজাদায়ে সিরাজনগরী)
  ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল
  খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্স, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ আনছারী**
  খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
  প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আদাঐর আনছারীয়া দরবারশরীফ ও গাউছিয়া
  আনছারীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওলানা আলী মুহাম্মদ চৌধুরী**
  খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
  সুপার, গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
  পরিচালক: গোগাউড়া গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
  চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

* **পীরে তরিকত মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
চাপুইর মোল্লাবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পরিচালক, চাপুইর ফয়েজিয়া খানকা ও দরবারশরীফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
* **বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাওলানা ফারুক আহমদ দিনারপুরী**
সহকারী অধ্যাপক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল।
* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওলানা রিয়াজুল করিম আলকাদেরী**
খলিফা, কচুয়াদরবার শরীফ, নাসিরনগর, বি-বাড়িয়া।
* **পীরে তরিকত মাওলানা শেখ মোহাম্মদ মুশাহিদ আলী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
আরবি প্রভাষক, হাজী আলীম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
পরিচালক, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
কালাপুর, শেখবাড়ি, বাহুবল।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
আরবি প্রভাষক, হাজী আলীম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
প্রতিষ্ঠাতা, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
সৈয়দপুর, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইরফান আলী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
খতিব, শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ জামে মসজিদ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা ছালেহ আহমদ তালুকদার আলকাদেরী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক, গাউছিয়া কুতুবিয়া ছুন্নীয়া মাদ্রাসা
পরিচালক, গাউছিয়া খানকাশরীফ, ঝুড়িয়া বড়বাড়ি, চুনারুঘাট।
* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওলানা শেখ জাবির আহমদ ক্বাদেরী**
(ছাহেবজাদায়ে সিরাজনগরী)
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্স, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
খতিব, বায়তুলহুদা জামে মসজিদ, ক্লিথর্প, ইংল্যান্ড।

* **পীরে তরিকত মাওলানা মোল্লা শাহীদ আহমদ নঈমী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
অধ্যক্ষ, সাতগাঁও সামাদিয়া আলীম মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল
পরিচালক, গাউছিয়া আবেদিয়া করিমীয়া দরবারশরীফ, বাদে আলীশাহ মোল্লাবাড়ি, সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
* **পীরে তরিকত মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ছাদেক খাঁন**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সহকারী মৌলভী, রায়পুর ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা, মৌলভীবাজার।
পরিচালক, খানকায়ে কাদেরিয়া করিমীয়া
মহিমাউড়া, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত হাফেজ মৌলভী মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
পরিচালক, বাবরকপুর গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
বালাগঞ্জ, সিলেট।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
পরিচালক, গাউছিয়া আবেদিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ,লক্ষ্মীপুর, সিলেট।
* **পীরে তরিকত মাওলানা আব্দুল গফুর রাজাপুরী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
রাজাপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ মুছলিম খাঁন**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সহসুপার, রাণীগাঁও দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
প্রতিষ্ঠাতা, হলদিউড়া ফায়জানে মদিনা সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ খাঁন**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
প্রধান শিক্ষক, হলদিউড়া ইবতেদায়ী সুন্নিয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
প্রতিষ্ঠাতা, হলদিউড়া গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
হলদিউড়া, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সাবেক ইমাম, পৌরসভা জামে মসজিদ, হবিগঞ্জ।
পরিচালক, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ, মোহনপুর, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মতিউর রহমান হেলালী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
শিক্ষক, হাজী আলীম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট,
পরিচালক, লক্ষ্মীপুর করিমীয়া খানকাশরীফ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সুপার, উমেদনগর দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ
পরিচালক, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ, বাতাসর, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মুফতি বশির আহমদ আলকাদেরী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সহঃ সুপার, উবাহাটা কুদ্রতীয়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট।
পরিচালক, গাউছিয়া করিমীয়া খানকাশরীফ
নোয়াঐ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত মাওলানা শাহ মনির আহমদ**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সহকারী মাওলানা, উবাহাটা কুদ্রতীয়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট
* **পীরে তরিকত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ফারুকী**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
সিনিয়র মৌলভী, দ্বিগম্বর ছিদ্দিকীয়া সুন্নীয়া দাখিল মাদ্রাসা, বাহুবল
পরিচালক, বোখারী (রহ.) খানকাশরীফ,
পুটিজুরি, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
* **পীরে তরিকত আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ ছাদেকুল ইসলাম (ছাদেক)**
খলিফা, সিরাজনগর দরবারশরীফ, শ্রীমঙ্গল
পরিচালক: আলেমবাড়ি মরহুম আশরাফ উদ্দিন খানকাশরীফ
কলামুড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
* **পীরে তরিকত মাওলানা মোস্তাক আহমদ কাদেরী আল ওয়ায়েসী**
খলিফা, কচুয়া দরবারশরীফ, নাসিরনগর বি-বাড়িয়া।

* **পীরে তরিকত মাওলানা মুফতি মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (মুরাদ)**
বর্তমান গদ্দিনশীন, স্নানঘাট লতিফিয়া দরবারশরীফ, বাহুবল, হবিগঞ্জ
* **বিশিষ্ট লেখক হাফিজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন**
খতিব, বৃস্টল সেন্ট্রাল মস্ক, ইউকে।
* **মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম**
আরবি প্রভাষক, হাজী আলিম উল্লাহ আলীয়া মাদ্রাসা
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি এম এ হক নেজামী**
সিনিয়র মাওলানা,
সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল।
* **মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল আবছার চৌধুরী বিজয়পুরী**
আরবি প্রভাষক, সিরাজনগর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল।
* **মাওলানা শেখ মোহাম্মদ এনামুল হক**
আরবি প্রভাষক, সাতগাঁও সামাদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
* **মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম**
সুপারঃ গাজীপুর রায়হানিয়া দাখিল মাদ্রাসা
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল গফুর সিদ্দেকী**
পূর্ব টিলাপাড়া, ওসমানীনগর, সিলেট।
* **মাওলানা কাজী মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দেকী**
প্রিন্সিপাল, সোনার মদিনা জি.কে. এস. সুন্নিয়া একাডেমী, শায়েস্তগঞ্জ।
* **মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন তালুকদার**
সহসুপার, দক্ষিণসাঙ্গর মুহিউস সুন্নাহ নেছারীয়া দাখিল মাদ্রাসা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা শেখ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম**
সুপার, বড়চেগ সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার।
* **মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাদির**
সহ-সুপার, গোগাউড়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **আলহাজ্ব মাওলানা শেখ মোহাম্মদ নুরুল হক্ব**
ধর্মীয় শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

* **মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ**
সেক্রেটারি: গাউছিয়া করিমিয়া ক্বারী সোসাইটি, বাংলাদেশ।
* **মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ আমিনুর রহমান আফরোজ**
অর্থ সম্পাদক: গাউছিয়া করিমিয়া ক্বারী সোসাইটি, বাংলাদেশ।
* **মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন আলমগীর**
ধর্মীয় শিক্ষক, কালেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
* **মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম**
সুপার, আদমপুর দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা আব্দুল মুহিত হাসানী**
সুপার, মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
* **মাওলানা ডা. ক্বারী মোহাম্মদ আলী নাওয়াজ**
হেল্‌থ এসিস্ট্যান্ট, উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা মোহাম্মদ আবু বকর**
জিকুয়া, দুর্গাপুর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা নূর মোহাম্মদ বুরহান**
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
প্রভাষক, শ্রীমঙ্গল রেসিডেন্সিয়াল মডেল গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
* **মাওলানা সৈয়দ মুজাক্কির হোসাইন**
আশারা সৈয়দবাড়ি, হবিগঞ্জ
খতিব, সুতাং বাছিরগঞ্জ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা হাফেজ সৈয়দ মুফিদুল হক**
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা
মৌলভীবাজার জেলা- ২০১৪-২০১৫
* **মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান**
সুপার, কালাপুর সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* **মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আশরাফী**
খতিব, আল হুসাইন জামে মসজিদ
তেঘরিয়া, আ/এ হবিগঞ্জ।

আল ইসতেফতা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

সম্মানিত সুন্নি উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজামগণের খেদমতে বিনীত আরজ এই যে, সম্প্রতি বি-বাড়িয়া, কসবা নিবাসী জনৈক মৌলভী কয়েকটি চটি আকারের বই লিখে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত সহিহ আকিদার বিপরীত কতিপয় ভ্রান্ত আকিদা সংবলিত বক্তব্য প্রকাশ করে সরলমনা সুন্নি মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। তার বিভ্রান্তিকর উক্তিগুলো থেকে কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. নূর নবীজির মাদ্দা হল আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহর জাত থেকে নূর নবীকে প্রকাশ করেছেন। (বাশার বলিল কাহারা? ২৭ পৃষ্ঠা)

২. আল্লাহপাক যেমন নূরে কাদীম, নবীপাকও নূরে কাদীম। নূরে কাদীম হল আজালী, আবাদী অর্থাৎ চিরস্থায়ী। (ইসলাহে হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী ১২ পৃষ্ঠা)

৩. নবী পাকের বেলায় জন্ম বা সৃষ্টি এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাইবে না। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৭ পৃষ্ঠা)

৪. নবী পাকের শানের অবমাননা হবে ভাবিয়া আল্লাহ কোরআনুল কারীমে নবী পাকের শানে কোথাও খালাকা (সৃষ্টি করিয়াছেন) শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৫. নবীজিকে বাশার বলা যেই কথা, মাটির মানুষ বলা সেই কথা। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৬. যাহারা নবীপাককে জাতিতে মানুষ লিখিয়াছে, তাহাদেরকে লক্ষ লক্ষ বার কাফের বলিলেও তাদের উপযুক্ত পাওনা শেষ হবে না। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৭. সূরায়ে বনী ইসরাইলের ৯৩ নং আয়াত 'হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রাসূলা' দ্বারা নবীজিকে জাতিতে মানুষ বলিলে কাফের হইবে। (বাশার বলিল কাহারা? ২৬ পৃষ্ঠা)

৮. আল্লাহপাক কোথাও নবীপাককে বাশার বলেন নাই এবং আল্লাহপাক নবীপাকের বেলায় ইনসান শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। (বাশার বলিল কাহারা? ১৮ পৃষ্ঠা)

৯. من انفسكم এর তাফসির লিখতে গিয়ে اى من جنسكم লিখিয়াছেন ইত্যাদি। কথাগুলো তাফসির কারকের মত। কোন তাফসিরকারকের মত দ্বারা কোরআনের দলিলকে রদ করা যায় না। (বাশার বলিল কাহারা? ১৮ পৃষ্ঠা)

১০. কোন কোন আলেম من انفسكم এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নূর নবীজিকে جنس بشر লিখিয়াছেন। তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছেন এবং তাহারা যদি এই ভুলকে সংশোধন না করিয়া এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তাদের এই ভুল কুফুরীতে পরিণত হইবে। (ইসলাহে হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী ১৯ পৃষ্ঠা)

১১. সূরা হজ্জের আয়াত الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير এই আয়াতে আমাদের নূর নবীজি ব্যতীত অন্যান্য নবীদের কথা বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ আমাদের নূর নবীজি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন)

শরিয়তের মুফতি সাহেবানদের নিকট নিবেদন যে, উপরোল্লিখিত উক্তিগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাপকাঠিতে কি সাব্যস্থ হয়? এবং উক্তিকারীর উপর শরিয়তের কি হুকুম প্রযোজ্য হবে? সিরাজনগর দরবার শরীফের দারুল ইফতা থেকে সবিস্তার দলিলসহ জওয়াবদানে বাধিত ফরমাবেন।

নিবেদক

সৈয়দ রুহুল আমিন আল করিমী

কালাইনজুড়া, (সৈয়দবাড়ি)

বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

মোহাম্মদ ঈমান আলী

স্নানঘাট, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

দারুল ইফতা
সিরাজনগর দরবার শরীফ এর পক্ষ থেকে
ফাতাওয়া– ১

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

জনৈক মৌলভীর লিখিত যে কয়টি চটি বই প্রকাশিত হয়েছে এর কয়েকটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এগুলোতে ইসলামের মৌলিক আকিদার পরিপন্থী অনেক কুফরি ও গোমরাহীপূর্ণ কথাবার্তায় ভরপুর। প্রশ্নে উল্লেখিত এবং তার স্বহস্তে লিখিত শুধু ১১টি ঈমাননাশক জঘন্য উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

এর ১নং ও ২নং উক্তি হলো–

১. 'নূর নবীজির মাদ্দা হল আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহর জাত থেকে নূর নবীকে প্রকাশ করেছেন।' (বাশার বলিল কাহারা? ২৭ পৃষ্ঠা)

২. 'আল্লাহপাক যেমন নূরে কাদীম, নবীপাকও নূরে কাদীম। নূরে কাদীম হল আজালী, আবাদী অর্থাৎ চিরস্থায়ী।' (ইসলাহে হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী ১২ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আকিদা দু'টি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে জঘন্য কুফুরি ও পরিষ্কার শিরিক। যে ব্যক্তি এ ধরনের বাতিল আকিদা পোষণ করবে, সে ইসলামের গণ্ডি হতে বহির্ভুত হয়ে কাফির ও মুশরিকে পরিণত হয়ে যাবে।

দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

দলিল– ১

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত 'সিলাতুস সফা ফি নূরিল মোস্তফা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

ہاں عین ذات الھی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الھی ذات رسالت کے لئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا عیاذ باللہ ذات الھی کا کوئ حصہ یا کل ذات نبی ہوگیا اللہ عز وجل حصے اور ٹکرے اور کسی کے ساتہ متحد ہوجانے یا کسی میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی شئ کو جزء ذات الھی خواہ کسی مخلوق کو عین ونفس ذات الھی ماننا کفر ہے-

(আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত عین ذات الھی سے پیدا ہوا 'আইনে জাতে এলাহী ছে পয়দা হুয়া' এর ভাবার্থ উদঘাটন করতে গিয়ে উল্লেখ করেন)

ভাবার্থ: আইনে জাতে এলাহি বা আল্লাহর প্রকৃত জাত থেকে (নূরে হাকিকী আল্লাহর জাত কর্তৃক) হাবিবে খোদা সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাত রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাত সৃষ্টির জন্য মাদ্দা বা মূল ধাতু। (নাউজুবিল্লাহ) যেমন মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাতের কোন অংশ বা আল্লাহর কুল জাত নবী হয়ে গিয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ অংশ, টুকরো এবং কোন কিছুর সাথে একীভূত হওয়া

অথবা কোন বস্তুর মধ্যে হুলুল হওয়া থেকে পবিত্র। হুজুর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোন বস্তুকে আল্লাহর জাতের অংশ এমনকি কোন সৃষ্টিকে প্রকৃত জাত ও নফসে জাতে এলাহি মানা বা আক্বিদা রাখা কুফুরি।'

দলিল–২

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত তদীয়– رسالہ نور 'রিসালায়ে নূর' এর ৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন–

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نور ہونے کے نہ تو یہ معنی ہیں کہ حضور خدا کے نور کا ٹکرا ہیں نہ یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے نہ یہ کہ حضور علیہ السلام خدا کی طرح ازلی ابدی ذاتی نور ہیں- نہ یہ کہ رب تعالی حضور میں سرایت کرگیا ہے تاکہ شرک وکفر لازم آے بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ رب سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق حضور واسطے سے رب کا فیض لینے والی-

অর্থাৎ 'হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূরের টুকরো বা অংশ। এর অর্থ ইহাও নয় যে, খোদার নূর হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরের মাদ্দা বা মূল। এর অর্থ এটাও নয় যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদা তা'য়ালার ন্যায় আজালী আবাদী জাতি নূর। এর অর্থ ইহাও নয় যে, আল্লাহতা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে

'ছরায়ত' বা অনুপ্রবেশ করেছেন। এরূপ হলে শিরিক এবং কুফুর অনিবার্য হয়ে পড়বে। বরং শুধুমাত্র এর অর্থ এটাই হবে যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাওয়াছাতা বা মধ্যস্থতাবিহীন সরাসরি আল্লাহতা'য়ালার ফয়েজ অর্জনকারী এবং সমস্ত সৃষ্টি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যস্থতায় খোদার ফয়েজ গ্রহণকারী।'

উক্ত এবারতে আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নূরে খোদা' বা আল্লাহর নূর এর ৫টি অর্থ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি অর্থকে কুফুরি ও শিরিক বলে অভিহিত করেছেন। আর সর্বশেষ তথা ৫নং অর্থটিকে সঠিক অর্থ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এককথায় হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূর এর সঠিক ঈমানী অর্থ হলো– নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাওয়াছাতা বা মধ্যস্থতাবিহীন সরাসরি আল্লাহর ফয়েজ অর্জনকারী। এবং সমস্ত সৃষ্টি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় খোদার ফয়েজ গ্রহণকারী। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাতের টুকরো বা অংশ এবং তাঁর সৃষ্টির মাদ্দা আল্লাহর জাত।

দলিল– ৩

আল্লামা জারকানী আলাইহির রহমত 'শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

من نوره اضافة تشريف واشعار بانه خلق عجيب وان له

شانا مناسبة ما الى الحضرة الربوبية على حد قوله تعالى

ونفخ فيه من روحه وهى بيانية اى من نور هو ذاته

لابمعنى انها مادة خلق نوره منها بل بمعنى تعلق الارادة به

بلا واسطة شئ فى وجوده-

অর্থাৎ মিন নূরিহি তাঁর (আল্লাহর) নূর হতে বা নূর কর্তৃক ইহা ইজাফতে তাশরিফি বা সম্মানসূচক সম্বন্ধ এবং ইহা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, ইহা সৃষ্টিজগতের এক আশ্চর্য বস্তু। ইহার একটি পৃথক শান রয়েছে আল্লাহতা'য়ালার দরবারে। এ শানটির একটি মুনাসিবত বা সাদৃশ্য হতে পারে আল্লাহতা'য়ালার ঐ বাণীর সাথে– ونفخ فيه من روحه আদম আলাইহিস সালামের দেহ মোবারকে তাঁর (আল্লাহর) রূহ ফুঁকলেন অর্থাৎ এখানে রূহের সম্বন্ধ আল্লাহতা'য়ালার দিকে সম্মানার্থে করা হয়েছে।

من نوره এর মধ্যে من 'হরফে জার' বয়ানিয়া, বর্ণনামূলক। من نوره এর মধ্যে যে নূর রয়েছে এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জারকানি আলাইহির রহমত বলেন– اى من نور هو ذاته অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে সে নূর আল্লাহতা'য়ালার জাত কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাত রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টির মাদ্দা বা মূল ধাতু, বরং ইহার অর্থ এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর মোবারক সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহতা'য়ালার এরাদা বা ইচ্ছার সম্পর্ক বেলাওয়াছাতা বা সরাসরি অর্থাৎ কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লামা জারকানি আলাইহির রহমত এর উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো আল্লাহতা'য়ালা হেকমতে কামেলার দ্বারা সর্বপ্রথম তাঁর হাবিবের নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্ট নূরের ডাইরেক্ট বা সরাসরি সম্পর্ক আল্লাহর জাতের সঙ্গে রয়েছে।

দলিল– ৪

আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী রহমতুল্লাহ আলাইহি তাঁর ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم নামক গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদিসশরীফের ব্যাখ্যায় লিখেন–

اس حدیث میں نور کی اضافت بیانیہ ہے اور نور سے مراد ذات ہے زرقانی جلد اول صفحہ٤٦ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک یعنی اپنی ذات مقدسہ سے پیدا فرمایا اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالی کی ذات حضور علیہ السلام کی ذات کا مادہ ہے یا نعوذ باللہ حضور کا نور اللہ کے نور کا کوئ حصہ یا ٹکڑا ہے تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔

اگر کسی ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہے تو اسے توبہ کرنا فرض ہے۔ اس لئے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک ہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔

অর্থাৎ উক্ত (হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত) হাদিসে নূর এর এজাফত এজাফতে বয়ানিয়া (বর্ণনামূলক সম্পৃক্ত) আর নূর দ্বারা ذات (যাত) বা সত্ত্বা বুঝানো হয়েছে। (জারকানী ১/৪৬ পৃষ্ঠা) এখন হাদিসের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নূর মোবারক স্বীয় যাত বা সত্ত্বা হতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, (মা'য়াজাল্লাহ) আল্লাহ তায়ালার যাত বা সত্ত্বা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাত বা সত্ত্বার মাদ্দা। অথবা এ অর্থও নয় যে, (নাউজুবিল্লাহ)

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক আল্লাহতায়ালার নূরের অংশ বা টুকরো। আল্লাহতা'য়ালা তা হতে (অর্থাৎ অংশ, টুকরো এবং হুজুরের নূর সৃষ্টির মাদ্দা হতে) পবিত্র ও মহান।

যদি কোন অজ্ঞ লোকের এ বদ আকিদা থাকে (যেমন নবীজির সৃষ্টির মাদ্দা হল আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহর জাতের অংশ থেকে নূর নবীকে প্রকাশ করেছেন ইত্যাদি) তবে তার উপর তাওবা করা ফরয। কেননা এরূপ নাপাক আকিদা নিরেট কুফুরি ও শিরক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদেরকে এ ধরনের বাতিল আকিদা থেকে হেফাযত রাখেন।

দলিল– ৫

হযরত মোজাদ্দিদে আলফেছানী আলাইহির রহমত তদীয়– (منتخبات مکتوبات امام ربانی) 'মুন্তাখাবাতে মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী' নামক কিতাবের ১৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

او تعالی قدیم وازلی است وغیر اورا قدم وازلیت ثابت نبود جمیع ملتیں بریں حکم اجماع فرموده اند وہر کسیکہ بقدم و آزلیت غیر حق جل وعلا قائل گشتہ است تکفیراو نموده اند۔(مکتوب نمبر ۲۰۷)

উর্দু মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৬৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

عقیدہ ساتواں: اور حق تعالی قدیم اور ازلی ہے اور اسکے سوا کسی کے لئے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اسپر اجماع ہے اور جو کوئ حق

تعالی کے سواہ قدیم اور ازلی ہونے کا قائل ہوا ہے وہ کافر ہے-

অর্থাৎ 'আল্লাহতা'য়ালা কাদীম আজালী তথা অনাদি-অনন্ত। আল্লাহতা'য়ালা ছাড়া অন্য কেউ কাদীম ও আজালী তথা অনাদি-অনন্ত সাব্যস্থ নয়। এর উপর সমস্ত মুসলমানের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি কেউ আল্লাহতা'য়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে কাদীম ও আজালী তথা অনাদি-অনন্ত এর প্রবক্তা হয় তবে সে কাফের হবে।

উপরোক্ত দলিলসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টির মাদ্দা বা মূল আল্লাহর জাত নয়। আল্লাহর জাতের অংশ বা টুকরোও নয়। কেননা আল্লাহর জাত আজালী আবাদী অনাদি-অনন্ত এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহর জাত অংশ বা টুকরো হওয়া থেকে পবিত্র। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বাকে আজালী আবাদী অনাদি-অনন্ত এবং চিরস্থায়ী মনে করে তবে সে সমস্ত মুসলমানের ইজমা বা ঐকমত্যে কাফের ও মুশরিক সাব্যস্থ হবে।

উল্লেখ্য যে, قديم 'কাদীম' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো- حقيقي 'হাকিকী' বা প্রকৃত অর্থে, যা অনাদি-অনন্ত, চিরস্থায়ী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার আরম্ভও নেই শেষও নেই। এ অর্থে একমাত্র আল্লাহতা'য়ালাই قديم 'কাদীম' অন্য কেউ নয়। আল্লাহত'য়ালা ছাড়া অন্য কাউকে এ অর্থে কাদীম বলে আকিদা পোষণ করলে মুশরিক ও কাফির হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে قديم 'কাদীম' শব্দটি মাযাযী বা রূপক অর্থেও কোন কোন সময় ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ হবে পুরাতন, প্রাচীন ও বহু পূর্বের ইত্যাদি। যার আরম্ভ রয়েছে তবে অনেক পুরাতন ও প্রাচীন। যেমন কোরআন শরীফের আয়াতে কারীমা حتى عاد كالعرجون القديم অর্থাৎ 'অবশেষে তা (চাঁদ) পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেল, যেমন খেজুরের পুরাতন শাখা। (সূরা ইয়াসিন, আয়াত নং ৩৯)। এখানে

قديم এর অর্থ পুরাতন নেয়া হয়েছে। অপর একটি আয়াতে কারীমা قالوا تالله انك لفى ضللك القديم অর্থাৎ (ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভাইয়েরা বলল) আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার ঐ পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ৯৫) এখানে قديم এর অর্থ রূপক অর্থে পুরাতন বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেসানী আলাইহির রহমত বলেন–

خلاصہ کلام یہ کہ ظہور قرآنی کا منشا صفات حقیقیہ سے ہے اور ظہور محمدی کا منشا صفات اضافیہ سے ہے تو لازما اسکو قدیم اور غیر مخلوق کہا ہے اور اسکو حادث اور مخلوق-

অর্থাৎ মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় مكتوبات امام ربانی 'মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী' নামক কিতাবের ১৫৫৬ পৃষ্ঠা (উর্দু) মাকতুবাত নম্বর ১০০ উল্লেখ করেন–

মোদ্দাকথা হলো এই জহুরে কোরআনী এর منشا 'মনসা' বা কোরআনে পাকের বিকাশের উৎপত্তিস্থল আল্লাহপাকের হাকিকী সিফাত হতে এবং জহুরে মোহাম্মদী এর منشا 'মনসা' বা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিকাশের উৎপত্তিস্থল হলো আল্লাহপাকের এজাফি বা সম্বন্ধিত সিফাত হতে। এহেতু অনিবার্য কারণে কোরআনে পাককে قديم 'কাদীম' বা অনাদি ও অসৃষ্ট বলা হয়েছে। অপরদিকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে حادث 'হাদিস' বা সৃষ্ট বলা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– কোরআনে পাক قديم 'কাদীম' এবং হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন حادث 'হাদিস' বা সৃষ্ট।

কথিত মৌলভীর ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ নং উক্তি নিম্নরূপ–

৩. নবী পাকের বেলায় জন্ম বা সৃষ্টি এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাইবে না। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৭ পৃষ্ঠা)

৪. নবী পাকের শানের অবমাননা হবে ভাবিয়া আল্লাহ কোরআনুল কারীমে নবী পাকের শানে কোথাও খালাকা (সৃষ্টি করিয়াছেন) শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৫. নবীজিকে বাশার বলা যেই কথা, মাটির মানুষ বলা সেই কথা। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৬. যাহারা নবীপাককে জাতিতে মানুষ লিখিয়াছে, তাহাদেরকে লক্ষ লক্ষ বার কাফের বলিলেও তাদের উপযুক্ত পাওনা শেষ হবে না। (নূর মোবারকের হাকিকত ১৯ পৃষ্ঠা)

৭. সূরায়ে বনী ইসরাইলের ৯৩ নং আয়াত 'হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রাসূলা' দ্বারা নবীজিকে জাতিতে মানুষ বলিলে কাফের হইবে। (বাশার বলিল কাহারা? ২৬ পৃষ্ঠা)

৮. আল্লাহপাক কোথাও নবীপাককে বাশার বলেন নাই এবং আল্লাহপাক নবীপাকের বেলায় ইনসান শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। (বাশার বলিল কাহারা? ১৮ পৃষ্ঠা)

কথিত মৌলভীর উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ কথা সাব্যস্থ হয় যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নন। এবং যারা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করবে মৌলভীর ফতোয়ায় তারা কাফের। এমনকি নূরনবীর শানে জন্ম (মিলাদ) বা সৃষ্টি (মাখলুক) শব্দদ্বয় পর্যন্ত প্রয়োগ করা অপরাধ বলে সাব্যস্থ হয়। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অতি সম্মানিত প্রথম সৃষ্টি। তিনি নূর এবং বাশার উভয়ই। অর্থাৎ তিনি নূরানী বাশার বা মহামানব। তবে তিনি অন্য কোন মানুষের মতো নন। তিনি বেনজির বেমিসাল মানব। তাঁর সমতুল্য কোন মানব নেই। যে ব্যক্তি

তাঁর নূরানিয়ত অস্বীকার করবে সে যেমন বাতিল দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনি যে ব্যক্তি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশারিয়াত বা মানব হওয়াকে অস্বীকার করবে সেও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

দলিল–১

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছি বাগদাদী আলাইহির রহমত তদীয় 'তাফসিরে রুহুল মায়ানী' নামক কিতাবের ৪ নং পারা ২য় জিলদের ১১৩ পৃষ্ঠায় لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

وقد سئل الشيخ ولى الدين العراقى هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط فى صحة الايمان او من فروض الكفاية؟ فاجاب بانه شرط فى صحة الايمان- ثم قال: فلو قال شخص: او من برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادرى هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن- اولا ادرى هل هو من العرب او العجم؟ فلا شك فى كفره لتكذيبه القران

وجحده ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام-

ভাবার্থ: শায়খ ওলিউদ্দিন ইরাকী আলাইহির রহমতকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিল যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে بشرا ومن العرب জাতিতে মানব এবং তিনি আরবি এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা কি ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত অথবা তা কি ফরজে কিফায়া? তদোত্তরে তিনি বলেন– নিশ্চয় আল্লাহর হাবিবকে জাতিতে মানব এবং তিনি আরবীয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য শর্ত। অতঃপর তিনি বলেন– যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আমি বিশ্বাস করি বা ঈমান রাখি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু আমি জানি না যে, তিনি কি মানব জাতি না ফেরেশতা জাতীয়, না জ্বিন জাতীয় অথবা আমি জানি না তিনি কি আরবীয় না অনারবীয়? (উত্তরে তিনি ফতওয়া প্রদান করে বলেন) فلا شك فى كفره لتكذيبه القران ঐ ব্যক্তির কুফরি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই কেননা সে কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো।

দলিল– ২

চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রয়োদশ মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত (ওফাত ১৩৪০ হিজরি) তদীয় 'নুরুল মোস্তফা' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف واحسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح وملائکہ سے ہزار درجہ الطف، وہ خود فرماتے ہیں لست مثلکم میں تم

جیسا نہیں رواہ الشیخان ویروی لست کھیئتکم، میں تمھارے ھیئت پرنہیں، ویروی ایکم مثلی، تم میں کون مجه جیسا ہے۔ (قمر التمامر ص ١٦)

ভাবার্থঃ তিনি (নবীজী) বাশার বা মানব কিন্তু আলমে উলুবী থেকে লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। তিনি (নবীজী) ইনসান কিন্তু আরওয়াহ বা আত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ থেকেও হাজারগুণ সূক্ষ্ম। তিনি নিজেই এরশাদ ফরমান– لست مثلكم অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নই। (বোখারি, মুসলিম) আরো বর্ণিত আছে– لست كهيئتكم অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নই। আরেক বর্ণনায় রয়েছে– ايكم مثلى অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছ? (অর্থাৎ আমি তোমাদের কারো মত নই) (কমরুত তামামির– ১৬ পৃষ্ঠা)

দলিল– ৩

চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রয়োদশ মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত (ওফাত ১৩৪০ হিজরি) তদীয় 'নুরুল মোস্তফা' কিতাবের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکہ درجہ اشرف واحسن وہ انسان ہیں مگر ارواح وملائکہ سے ہزار درجہ الطف۔ وہ خود فرما تے ہیں لست کمثلکم میں تم جیسا نہیں رواہ الشیخان۔ ویروی لست کھیئتکم میں تمہاری ہیئت پر نہیں۔ ویروی ایکم مثلي۔ تم میں سے کون مجه جیسا ہے۔

آخر علامہ خفاجی کو فرماتے سنا آپ کا بشر ہونا اور نور درخشندہ ہونا منا فی نہیں کہ اگر سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں- پھر اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا تو ثبوت سایہ کا قائل ہونا عقل وایمان سے کس درجہ دور پڑتا ہے-

محمد بشر لا کا لبشر

بل ھو یاقوت بین الحجر

ভাবার্থ: তিনি (নবীজী) বাশার বা মানব কিন্তু আলমে উলভী থেকে লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং তিনি ইনসান বা মানব কিন্তু আত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ থেকে হাজারগুণ সুক্ষ্ম। তিনি নিজেই এরশাদ ফরমান– لست مثلكم অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নই। (বোখারি-মুসলিম) আরো বর্ণিত আছে– لست كهيئتكم অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নই। আরেক বর্ণনায় রয়েছে– ايكم مثلى অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছ।'

পরিশেষে আল্লামা খুফফাজীকে বলতে শুনেছি তাঁর বশর বা মানব হওয়া এবং তাঁর নূরানী হওয়ার মধ্যে কোন অন্তরায় নয়। তুমি এভাবে বুঝে নাও তিনি হলেন নুরুন আলা নূর। অতঃপর এ অহেতুক ধারনায় যারা বলে যে, আমাদের সবারই ছায়া আছে তো তাঁরও ছায়া হবে। তখন ছায়া প্রবক্তাদের উক্তি বিবেক ও ঈমান থেকে বহু দূর অতিক্রম করেছে।

(কবিতা)

মুহাম্মাদুন বাশারুন লা কাল বাশার
বাল হুয়া ইয়াকুতুন বাইনাল হাজার

অর্থঃ মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ কিন্তু অন্যান্য মানুষের মতো নয়। বরং পাথরসমূহের মধ্যে যেমন ইয়াকুত পাথর।

দলিল– ৪

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি রচিত কাব্যগ্রন্থ 'হাদায়েকে বখশিশ' নামক কিতাবের ১/১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قران تو ایمان بتاتاہے انہیں

ایمان یہ کہتاہے مری جان ہیں یہ

অর্থাৎ– ক. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আপাদমস্তক আল্লাহতা'য়ালার অপার মহিমার এক অনন্য নিদর্শন। তিনি এমন এক ইনসান, মানবকুলে যার ন্যায় কোন ইনসান নেই। খ. তাঁকে কোরআনপাক তো ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার ঈমান বলছে নবীজি তো আমার জান ও প্রাণ।

দলিল–৫

ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত ফতওয়া প্রদান করে উল্লেখ করেন–

اور جو مطلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے- قال تعالی: قل سبحن ربی ھل کنت الا بشرا رسولا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মতলকান হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশারিয়াত বা মানবত্ব অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তি কাফের। আল্লাহতা'য়ালা এরশাদ করেন- قل سبحن ربى هل كنت الا بشرا رسولا অর্থ: হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক অতি পবিত্র। আমি মানব রাসূল ছাড়া আর কিছুই নই। والله تعالى اعلم

দলিল-৬

শরহে আকাইদে নসফী (৯৪ পৃষ্ঠা পূরাতন ছাপা) উল্লেখ রয়েছে-

فقال وقد ارسل الله تعالى رسلا من البشر الى البشر

مبشرين لاهل الايمان والطاعة بالجنة والثواب الخ-

ভাবার্থ: অতঃপর বলেন নিশ্চয় আল্লাহতা'য়ালা মানুষের মধ্যে থেকে মানুষ জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেন, ঈমানদার ও অনুগতদেরকে জান্নাত ও সওয়াবের সুসংবাদদাতা হিসেবে।

দলিল- ৭

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বাদশ মুজাদ্দিদ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহির রহমত (ওফাত ১২৩৯ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে আজিজি' নামক কিতাবের (২১৪ পৃষ্ঠা ২৯ পারা সূরায়ে জ্বিন) উল্লেখ রয়েছে- الا من ارتضى من رسول এ আয়াতের তাফসিরে বলেন-

خواه از جنس بشر مثل حضرت محمد صلى الله عليه وسلم الخ

অর্থাৎ হাবিবে খোদা হচ্ছেন جنس بشر জিনসে বশর বা মানবজাতি।

দলিল– ৮

সপ্তম শতাব্দীর ষষ্ঠ মুজাদ্দিদ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি আলাইহির রহমত (ওফাত ৫৪৪ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' (১৫ পারা বনী ইসরাইল) قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেন–

(الوجه الثانى) من الاجوبة التى ذكرها الله فى هذه الاية عن هذه الشبهة هو ان اهل الارض لو كانوا ملائكة لوجب ان يكون رسولهم من الملائكة الجنس الى الجنس أميل واما لو كان اهل الارض من البشر اوجب ان يكون رسولهم من البشر وهو المراد-

অর্থাৎ (দ্বিতীয় কারণ) আল্লাহপাক এই আয়াতে কারীমায় এরূপ সন্দেহ দূরকরণার্থে উত্তর প্রদান করেছেন যে, তিনি (রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন জমিনের অধিবাসী। যদি জমিনের অধিবাসী ফেরেশতা হতেন, তাহলে তাদের রাসূল ও তাদের স্বজাতি ফেরেশতা হতেন, যাতে তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যেহেতু জমিনের অধিবাসী মানুষজাতি তাহলে তাদের রাসূলও হবেন তাদের স্বজাতি হতে। আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন জাতিতে বশর কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তিনি অতুলনীয়।

দলিল– ৯

একাদশ শতাব্দীর দশম মুজাদ্দিদ আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী আলাইহির রহমত (ওফাত ১০১৪ হিজরি) তদীয়– المورد الروى فى المولد

النبوى 'আল মাওরিদুর রাউয়ী ফি মাওলিদিন নববী' নামক কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

الحاصل ان مجئ الرسول نعمة جسيمة- وكونه من جنس البشر منحة عظيمة وقال بعضهم قوله من انفسكم اى جنس العرب- وهو لا ينافى ما سبق-

সারকথা নিশ্চয় রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন এক মহান নিয়ামত বা বড় অনুগ্রহ। অথচ তিনি হচ্ছেন جنس البشر বা মানবজাতি। অনেকেই বলেন– আল্লাহর বাণী– من انفسكم এর তাফসির جنس العرب আরব দেশীয়। ইতোপূর্বে যা আলোচনা হয়েছিল ইহা এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ جنس البشر ও جنس العرب উভয় তাফসিরে কোন বৈপরীত্ব নেই।

দলিল– ১০

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ভাষ্যকার ফকিহ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন–

وحاصله انه قسم البشر الى ثلاثة اقسام (١) خواص كالانبياء- (٢) واوساط كالصالحين من الصحابة وغيرهم- (٣) وعوام كباقى الناس-

মোদ্দাকথা بشر বা মানুষ তিন প্রকার– (১) খাস বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালাম। (২) আউসাত বা দ্বিতয় স্তর যেমন ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও ছাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য ছালেহীন বা সৎকর্মপরায়ণগণ। (৩) তৃতীয় স্তর, আম বা সর্ব

সাধারণ (পূর্বে উল্লেখিত দুই প্রকার ব্যতীত অন্যান্য) মানুষ। (রাদ্দুল মুহতার ১/২৮২ নতুন ছাপা ২/৪১১ পৃষ্ঠা)

দলিল– ১১

ইমাম হাফিজ ইবনে হজর মক্কী হাইতামী আলাইহির রহমত (ওফাত ৯৭৪ হিজরি) তদীয়– الدر المنضود فى الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود 'আদদুর মানদুদ' নামক কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

قال الفخر الرازى: وقع الاجماع على ان افضل النوع الانسانى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صل الله عليه وسلم- انا سيد ولد ادم ولا فخر-

ভাবার্থ: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব এর উপর ইজমা হয়েছে। আল্লাহর হাবিব নিজেই এরশাদ করেন– আমি আদম সন্তানের সরদার। এতে আমার কোন গর্ব নেই।

দলিল– ১২

আল্লামা আহমদ শাহাবুদ্দিন খুফফাজী, মিশরী রহমতুল্লাহ আলাইহি তাঁর نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض কিতাবের ১/১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

(من انفسهم) بضم الفاء جمع نفس ولها معان منها العين والذات الشاملة للروح والجسد ومنها الروح ومرجع

الضمير كالسابق والمراد انه من جنس البشر وانما امتاز عنهم بالرسالة والخصائص-

অর্থাৎ- মিন আনফুছিহিম 'ফা' অক্ষরে পেশ দ্বারা (তাদের মধ্য থেকে) ইহা 'নফস' শব্দের বহুবচন। তার কয়েকটি অর্থ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে মূল সত্ত্বা, যা রূহ মোবারক ও শরীর মোবারক উভয়ই শামিল রয়েছে। এখানে জমির বা সর্বনামের মারজা বা প্রত্যাবর্তন পূর্বের ন্যায়ই। মর্মার্থ হচ্ছে নিশ্চয় তিনি জিনসে বশর বা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য হচ্ছে রিছালাত দ্বারা। মুদ্দাকথা হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে নূর, আপাদমস্তক নূর যার ছায়া ছিল না। অপরদিকে তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয় বশর, মহামানব।

দলিল– ১৩

আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত তদীয় 'জা-আল হক' ১ম খণ্ড ১৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ھی ہوتے ہیں جن یا فرشتہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی احکام ہیں-

অর্থাৎ- নবী جنس بشر 'জিনসে বশর' বা মানবজাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, আর তিনি انسان 'ইনসান' বা মানবই হন, জ্বিন কিংবা ফিরিশতা নন। এটি হচ্ছে পার্থিব বিধি-বিধান অনুযায়ী।

তিনি উক্ত কিতাবের ১৬২ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন–

عقیدہ اول: نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا (شرح عقائد) لہذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت- قرآن فرماتاہے –

ومارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم، اور ہم آپ سے پہلے نہ بھیجا مگران سردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرے تھے- معلوم ہوا کہ جن- فرشتہ- عورت وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے-

আকিদা আউয়াল

নবী সেই মানব পুরুষ, যাকে আল্লাহতা'য়ালা শরিয়তের বিধিবিধান পৌছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন। (শরহে আকাইদ) এজন্য নবী মানব ছাড়া অন্য কোন জাতের হন না, এবং মহিলা নবী হন না। কোরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم-

প্রমাণিত হল যে, জিন, ফেরেশতা, মহিলা ইত্যাদি নবী নন।

عقیدہ دوم: نبی ہمیشہ اعلی خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں ذلیل قوم اور ادنی حرکات سے محفوظ (بہار شریعت) بخاری جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی پہنچا کہ اسلم تسلم اسلام لے سلامت رہےگا- تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سولات کئے پہلا سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم تومیں ان کا خاندان ونسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ھو فینا ذو نسب وہ ہم میں نہایت

اعلی خاندان ہیں یعنی قریشی ہاشمی ومطلبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ہرقل نے کہا۔ وکذالك الرسل نبعث فی قومھا۔ ہمیشہ انبیائے کرام اعلی قوم واعلی خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہو کہ انبیائے کرام عالی خاندان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔

আকিদা দুউম

নবী সর্বদাই উচ্চ খান্দান, উত্তম বংশ থেকে হন। অত্যন্ত উত্তম চরিত্র তাদের প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচু বংশ অসংগত কর্ম হতে মাহফুজ বা সুরক্ষিত। (বাহারে শরীয়ত) বোখারি প্রথম জিলদের প্রারম্ভে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র প্রেরণ করলেন যে, اسلم تسلم ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপত্তা লাভ করুন। তখন হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে তলব করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করলেন। প্রথম প্রশ্ন এই ছিল যে, كيف نسب فيكم তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কিরূপ? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল–هو فينا ذو نسب অর্থাৎ তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ খান্দানের লোক। অর্থাৎ কোরেশী হাশেমী, মোত্তালেবী। এ জবাব শুনে হিরাক্লিয়াস বললেন– وكذالك الرسل تبعث فی قومها হ্যাঁ আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বদাই উচ্চ বংশ, উত্তম খান্দানে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এতে বুঝা গেল নবীগণ উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন।

عقیدہ سوم: کوئ شخص اپنی عبادت واعمال سے نبوت نہیں پاسکتا۔ نبوت محض عطاء الھی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت

کھے اور غیر نبی خواہ غوث ہو یا قطب ابدال یا کچھ اور نہ تو نبی کے برابر ہو سکتاہے نہ اس سے بڑھ سکے- یہ چند امور خیال میں رہیں-

আকিদা ছউম

কোন ব্যক্তি এবাদত বন্দেগি ও আমলের মাধ্যমে নবুয়ত লাভ করতে পারে না। নবুয়ত কেবল আল্লাহর দান। الله اعلم حيث يجعل رسالته আল্লাহতা'য়ালা অধিক জানেন যে, কাকে রিসালাত নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। নবী ব্যতীত গাউস, কুতুব, আব্দাল, কখনো নবীর সমপর্যায়ে পৌছতে পারবে না। না তাদের সমপর্যায় থেকে বেড়ে যেতে পারে। এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন।

দলিল– ১৪

আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক আলকাদেরী শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন–

محمد گر چہ از جنس بشر ہست

نظیرش در جہاں لیکن محالست

উচ্চারণ:

মুহাম্মদ গরছে আয জিনসে বশর হাস্ত
নযী- রশ দর জাহাঁ– লে-কিন মহা-লাস্ত।

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাঁর উপমা গোটাবিশ্বেও পাওয়া অসম্ভব। (দিওয়ান-ই আযীয– ৩৫ পৃষ্ঠা)

দলিল– ১৫

ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/২৮২ পৃষ্ঠা নতুন ছাপা ২/৪১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

من قال لاادری ان النبی صلی الله علیه وسلم کان انسیا اوجنیا یکفر کذا فی الفصول العمادی۔

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি বলে যে, আমি জানি না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন না জিন ছিলেন, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন ফুসুলুল ইমাদীতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, انسان 'ইনসান' অর্থ হলো– মানবজাতি। (ফরহাঙ্গে রব্বানী– ৫৮ পৃষ্ঠা)

উপরিলিখিত দলিলসমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো– আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা মানবজাতিতে এ দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন এবং তিনি মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর হাবিবকে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত না মানবে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদামতে কাফের সাব্যস্থ হবে।

কথিত মৌলভী নিজের বাহাদূরী দেখাতে গিয়ে ৯, ১০ ও ১১ নং উদ্ধৃতি লিখেছে–

৯. من انفسکم এর তাফসির লিখতে গিয়ে ای من جنسکم লিখিয়াছেন ইত্যাদি। কথাগুলো তাফসির কারকের মত। কোন তাফসিরকারকের মত দ্বারা কোরআনের দলিলকে রদ করা যায় না। (বাশার বলিল কাহারা? ১৮ পৃষ্ঠা)

১০. কোন কোন আলেম من انفسکم এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নূর নবীজিকে جنس بشر লিখিয়াছেন। তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছেন এবং তাহারা যদি এই ভুলকে সংশোধন না করিয়া এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তাদের এই ভুল

কুফুরীতে পরিণত হইবে। (ইসলাহে হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী ১৯ পৃষ্ঠা)

১১. সূরা হজ্জের আয়াত الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير এই আয়াতে আমাদের নূর নবীজি ব্যতীত অন্যান্য নবীদের কথা বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ আমাদের নূর নবীজি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন)

এর প্রতিউত্তরে আমরা বলতে চাই من انفسكم তাফসির করতে গিয়ে যে সমস্ত মুফাসসিরীনে কেরাম اى من جنسكم লিখেছেন তারা কথিত মৌলভীর মতো মূর্খ-জাহিল নন। তারা স্বীয় যুগের খ্যাতনামা হক্কানী রব্বানী আলেমেদ্বীন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্যকার। তাদের তাফসিরের দ্বারা কোরআনশরীফের দলিল রদ হয় নাই। বরং কোরআনশরীফের সঠিক তাফসির বা ব্যাখ্যাই প্রকাশ পেয়েছে। অকারণে তাদের তাফসিরকে ভুল বা কুফুরি আখ্যায়িত করে নিজেকে চরম গোমরাহী ও কুফুরির গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়ারই নামান্তর।

সূরা হজ্জের আয়াতে الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير আয়াতের ব্যাখ্যায় সে বলেছে এই আয়াতে আমাদের নূরনবীজি ব্যতীত অন্যান্য নবীদের কথা বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ আমাদের নূরনবীজি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন) অথচ এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা আলা উদ্দিন আলী ইবনে মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বাগদাদী আলাইহির রহমত (ওফাত ৭২৫ হিজরি) তদীয় تفسير خازن 'তাফসিরে খাজিন' নামক কিতাবে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন তাঁর তাফসিরে খাজিনের ৩/২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

(الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) ومن الناس يعنى يختار الله من الناس رسلا مثل ابراهيم وعيسى ومحمد وغيرهم من الانبياء والرسول صلى الله عليهم اجمعين-

অর্থাৎ আল্লাহ মনোনীত করে নেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। আয়াতে কারীমায় বর্ণিত ومن الناس এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো আল্লাহতা'য়ালা মানুষের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেমন হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আরো অনেক নবী ও রাসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজমাঈন মানুষ থেকেই প্রেরণ করেছেন।'

অনুরূপ খলিফায়ে আ'লা হযরত সদরুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী আলাইহির রহমতও 'তাফসিরে খাজাইনুল ইরফান' নামক কিতাবে আয়াতে উল্লেখিত ومن الناس এর ব্যাখ্যায় আমাদের নবীজিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন সূরা হজ্জের ৭৫নং আয়াত الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير 'কানযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কোরআন' নামক গ্রন্থে যেভাবে তরজমা ও তাফসির উল্লেখ রয়েছে তা নিম্নে হুবহু প্রদত্ত হলো–

الله چن لیتاہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے-

অনুবাদঃ 'আল্লাহ মনোনীত করে নেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, দেখেন।'

আ'লা হযরতের সুযোগ্য খলিফা সদরুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী আলাইহির রহমত (ওফাত ১৯৪৮ ইংরেজি) কানুযুল ঈমানের হাশিয়ার (পার্শ্বটীকার) 'খাজাইনুল ইরফান' নামক গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসিরে যা লিখেছেন নিম্নে তাও পেশ করা হলো–

اللہ چن لیتاہے فرشتوں میں رسول

আল্লাহ মনোনীত করে নেন) এর টীকায় লিখেছেন–

مثل جبریل ومیکائیل وغیرہ

অনুবাদঃ যেমন জিব্রাঈল ও মিকাঈল প্রমুখ।

اور آدمیوں میں سے

এবং মানুষের মধ্য থেকেও) এর টীকায় লিখেছে–

مثل حضرت ابراہیم وحضرت موسی وحضرت عیسی وحضرت سید عالم صلوۃ اللہ تعالی علیہم وسلامہ کے- شان نزول یہ ایت ان کفار کے رد میں نازل ہوئ جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتاہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے جیسے چاہے اپنا رسول بنائے وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتاہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے-

অনুবাদঃ যেমন– হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং হযরত সাইয়িদে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শানে নুযুলঃ এ আয়াত ঐ সব কাফিরের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মানুষ হবার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আর বলেছে যে, বশর মানুষ কিভাবে রাসূল হতে পারে? এর জবাবে আল্লাহতায়ালা এ

আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর এরশাদ ফরমান যে, আল্লাহ মালিক, যাকে চান আপন রাসূল বানান। তিনি মানুষ থেকেও রাসূল বানান। ফিরিশতাকুল থেকেও যাকে ইচ্ছা করেন। (তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান)

কথিত মৌলভী আরো লিখেছে– 'আল্লাহপাক নবীজির বেলায় কোথাও ইনসান শব্দটি ব্যবহার করেন নাই।' তাহলে দেখুন কোরআনুল কারীমের সূরায়ে আর রাহমানে প্রথম আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা এরশাদ করেন–

الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার তরজমা করেছেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজখাঁন আলাইহির রহমত তদীয় 'কানযুল ঈমান' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন–

رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔

বঙ্গানুবাদঃ পরম দয়ালু (রহমান) আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন, যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সব কিছুর বর্ণনা তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন।'

আল্লামা আরিফ বিল্লাহ আশ শায়খ আহমদ আছছাবী মালিকী আলাইহির রহমত (ওফাত ১২৪১ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে ছাভী' নামক কিতাবের চতুর্থ জিলদের ১৬৩ পৃষ্ঠায় خلق الانسان علمه البيان 'খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বয়ান' এর তাফসিরে উল্লেখ করেন–

قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه الانسان الكامل والمراد بالبيان علم ما كان وما يكون وما هو كائن-

ভাবার্থ: خلق الانسان আল্লাহতা'য়ালা ইনসান সৃষ্টি করেছেন। বর্ণিত আয়াতে কারীমায় 'ইনসান' এর মুরাদ নেওয়া হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা الانسان الكامل 'ইনসানে কামিল' একমাত্র হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং البيان 'আল বয়ান' দ্বারা মুরাদ হচ্ছে ما كان وما يكون পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহতা'য়ালা তাঁর হাবিবকে দান করেছেন।

মুদ্দাকথা হলো আল্লাহতা'য়ালা 'আল ইনসান' অর্থাৎ ইনসানে কামিল নূরনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে অধিকাংশ মুফাসসিরানে কেরাম এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করেছেন।

পরিশেষে ইমাম শারফুদ্দিন বুছিরী রহমতুল্লাহ আলাইহি 'কাসিদাতুল বুরদায়' থেকে একখানা কবিতার মাধ্যমে আমার ফতোয়ার ইতি টানতে চাই–

فمبلغ العلم فيه انه بشر- وانه خير خلق الله كلهم

(অনুবাদ) 'কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের সীমা এই যে, তিনি (হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন বাশার (মানুষ) এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক।

উপসংহার

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা হচ্ছেন ওয়াজিবুল অজুদ যার আরম্ভও নেই এবং শেষও নেই। আল্লাহ নিরাকার বেমিসাল, আল্লাহর জাতের সঙ্গে কোন শরিক নেই এবং তাঁর সিফতে খাসসার মধ্যেও কোন শরিক নেই। আল্লাহতা'য়ালার জাত যেমন কাদীম তেমনি তাঁর সিফতে খাসসাও কাদীম বা আজালী আবাদী চিরস্থায়ী।

আল্লাহপাকের জাত ও সিফতে খাসসা ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই হাদিস বা নশ্বর। আল্লাহতা'য়ালা হচ্ছেন ওয়াজিবুল অজুদ এবং তাঁর হাবিব মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন মমকিনুল অজুদ। মুহাক্কীকীনদের মতে আল্লাহতা'য়ালার জাত হচ্ছে নূরে হাকিকী বা বেনজির বেমিসাল এবং কাদীম তথা منور 'মুনাওইর' বা নূর সৃষ্টিকারী। যার তুল্য কিছুই নেই।

অপরদিকে আল্লাহতা'য়ালার হাবিবের নূর হচ্ছে সৃষ্ট। আল্লাহপাক সর্বপ্রথম হেকমতে কামেলার দ্বারা তাঁর হাবিবের নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবকে ঐ নূর কর্তৃক সৃষ্টি করেছেন যা عين ذات الهى বা আল্লাহর প্রকৃত জাত অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার স্বীয় জাত কর্তৃক তাঁর কুদরতে কামেলার দ্বারা কোন মাধ্যম ছাড়াই নবীর নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'য়ালার নূর নবী সৃষ্টির মাদ্দা বা মূল ধাতু। কেননা আল্লাহর নূর অংশ হয় না টুকরো হয় না, ভাগ হয় না। আল্লাহর নূর বেনজির বেমিসাল নূরে হাকিকী। কাদীম আজালী আবাদী চিরস্থায়ী। যার কোন আরম্ভ নেই শেষও নেই। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর কোন তুলনা চলে না।

এজন্য বলা হয়ে থাকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عين ذات الهى سے پيدا ہوا আল্লাহর প্রকৃত জাত কর্তৃক সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহ হচ্ছেন নূরে হাকিকী অর্থ নূর সৃষ্টিকারী আর রাসূলেপাক হচ্ছেন সৃষ্টিতে নূর جنس 'জিনছে' বা জাতিতে বেনজির বেমিসাল বশর অর্থাৎ নূরানী মানুষ।

উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আল্লাহতা'য়ালার জাত মোবারক এমন একটি নূর যার কোন উদাহরণ বা মিসাল নেই। বেনজীর বেমিসাল নূর। যে নূরের অংশ হয় না, ভাগ হয় না, টুকরো হয় না, লাল, হলুদ, সবুজ এককথায় সৃষ্টির মধ্যে যার কোন তুল্য নেই। মোটকথা আল্লাহর নূর হলো নূরে হাকিকী এবং রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর হলো নূরে তাখলিকী বা আল্লাহর সৃষ্টি নূর।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্ত্বাকে রাসূল সৃষ্টির মাদ্দা বিশ্বাস করবে সে ব্যক্তি আ'লা হযরতসহ সমস্ত সুন্নী উলামায়ে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী কাফের ও মুশরিক সাব্যস্ত হবে। অপরদিকে মুফাসসিরীনে কেরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেনজির বাশারিয়াত বা অতুলনীয় মানবত্ব মানাকে জরুরিয়তে দ্বীন তথা ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহতা'য়ালার নূর মমতানিউত তাগায়্যুর অপরিবর্তনীয় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মমকিনুত তাবাদদুল– পরিবর্তনশীল। কাজেই কাদীমের অংশ হাদেস (ধ্বংস যোগ্য) হতে পারে না। যদি তা হয় তা হলে আল্লাহর সংখ্যা একাধিক হয়ে পড়ে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর আল্লাহর হতে গৃহীত তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরও কাদীম হতে বাধ্য। তাহলে কাদীমের সংখ্যা দুই হয়ে পড়ে এবং কাদীম দুই সাব্যস্থ হলে আল্লাহও দুই সাব্যস্থ হতে বাধ্য (নাউজুবিল্লাহ) তা অসম্ভব এবং এতে শিরকে-ই আকবর সাবিত হয়ে যায়। যেহেতু কোরআন সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াস এ চার দলিলের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক হাদেস কাদীম নয়, এজন্য আল্লাহর নূরের অংশ হওয়া অসম্ভব, কেননা কাদীমের অংশ হাদেস হতে পারে না। কাদীম কাদীমই থাকে।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর আল্লাহর নূরের অংশ নয়। এ আকিদাই সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদা।

সুতরাং যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশারিয়াত অস্বীকার করবে তারা কোরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত জরুরি বিষয়কে অস্বীকার করার দরুণ কাফের হবে।

যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশার বা মানুষ মানাকে কুফুরি বলে প্রচার করছে তারা সমস্ত মুফাসসিরীনে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদেরকে কাফের সাজিয়ে নিজেদেরকে খারেজি ও ওয়াহাবিদের দুসর হিসেবে আসল চেহারা সমাজে প্রকাশ করছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্ট নূর, আইনী নূর, আপাদমস্তক নূর, যার ছায়া ছিল না এবং বেনজির বেমিসাল বশর উভয়ই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লিখিত **'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী'** নামক পুস্তকখানা পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

বিনীত

শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

তাং ০১/০৯/১৫ইং

দারুল ইফতা
সিরাজনগর দরবারশরীফ এর পক্ষ থেকে
ফাতাওয়া– ২

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

কুমিল্লা শাহপুর দরবার থেকে 'আল কাওকাব' নামক একটি বুলেটিন ৮ প্রকাশিত হয়েছে। এ বুলেটিন ৮ এর ৩০-৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত জনৈক মুফতি (!) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়ারেত সর্বজনমান্য আকিদার পরিপন্থী কতগুলো কুফুরি আকিদাকে সুন্নি ছদ্মাবরণে প্রচার করে সরলপ্রাণ সুন্নি মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা চালাচ্ছে। আমার লিখিত পুস্তক 'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ৪টি উদ্ধৃতির অংশ বিশেষ উল্লেখ করতঃ এর অপব্যাখ্যা করে সেটাকে 'বিভ্রান্তিমূলক কুফুরি মতবাদ' বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। নিম্নে এ ৪টি উদ্ধৃতির সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করলাম। যাতে আমার লেখার উপর তার অভিযোগ অসার প্রমাণিত হয়। সে আমার লিখিত বই থেকে উল্লেখ করেছে–

১. সকল ঈমানদার মুসলমানের ঈমান সহিহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جنس بشر 'জিনসে বশর' জাতিতে মানুষ এবং তিনি ছিলেন আরবি এ জ্ঞান সকল মুসলমানের থাকতে হবে এবং মানতে হবে অন্যথায় নিঃসন্দেহে কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। (হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

ফতোয়াবাজ মুফতি (!) রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, جنس بشر 'জিনসে বশর' শুধুমাত্র একথাটি উল্লেখ

করে সুন্নি সমাজকে ধোকা দেয়ার অপকৌশল চালাচ্ছে। হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একদিকে জিনসে বশর অপরদিকে তিনি আপাদমস্তক নূর, আইনী সৃষ্টি নূর, যার কোন ছায়া ছিল না। অথচ সে যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছে এর একলাইন উপরে ৭নং পয়েন্টে এবং এর ৭ লাইন নিচে ৯ নং পয়েন্টে আমি উল্লেখ করেছি– আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে بشر 'বশর' বা বেমিসাল বেনজির মানুষ। সুরত বা আকৃতির দিক দিয়ে তোমাদের মত অর্থাৎ আকৃতিতে বা দেখতে আমাদের মত মানুষ কিন্তু সৃষ্টিতে নূর, আপাদমস্তক নূর, আইনী নূর, যার ছায়া ছিল না।... কেননা তাঁর জিসিম মোবারক لطافت 'লাতাফাত' বা সুক্ষ্ম। তিনি জাতিতে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে যার কোন তুলনা নেই তাও উল্লেখ করেছি। উদ্ধৃত অংশের উপরে এবং নিচের দিকে কুটিল নজর বা বাকা চোখে থাকিয়ে কথিত মুফতি (!) যে প্রতারণা করেছে তাই প্রমাণিত হয়।

উল্লেখিত ১নং উদ্ধৃতি আমার নিজস্ব নয়। বরং এ উক্তি সর্বজনমান্য মুফাসসির তাফসিরে রুহুল মা'য়ানীর প্রণেতা আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছী হানাফী বাগদাদী আলাইহির রহমত ও আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী আলাইহির রহমতদ্বয়ের বক্তব্য। যা সূরায়ে আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুছী বাগদাদী আলাইহির রহমত আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দিন আলাইহির রহমত এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। যা আমার লিখিত 'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামক পুস্তকের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠাব্যাপী 'তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী'র এবারতসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যদি সন্ধিহান হন তাহলে সুস্থ মনমানসিকতায় একবার দেখে নিতে পারেন। নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হলো–

وقد سئل الشيخ ولى الدين العراقى هل العلم بكونه صلى

الله عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط فى صحة الايمان

او من فروض الكفاية؟ فاجاب بانه شرط فى صحة الايمان- ثم قال: فلو قال شخص: او من برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادرى هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن- اولا ادرى هل هو من العرب او العجم؟ فلا شك فى كفره لتكذيبه القران وجحده ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام-

ভাবার্থ: শায়খ ওলিউদ্দিন ইরাকী আলাইহির রহমতকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিল যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে بشرا ومن العرب জাতিতে মানব এবং তিনি আরবি এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা কি ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত অথবা তা কি ফরজে কিফায়া? তদোত্তরে তিনি বলেন– নিশ্চয় আল্লাহর হাবিবকে জাতিতে মানব এবং তিনি আরবীয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখা বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য শর্ত। অতঃপর তিনি বলেন– যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আমি বিশ্বাস করি বা ঈমান রাখি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু আমি জানি না যে, তিনি কি মানব জাতি না ফেরেশতা জাতীয়, না জ্বিন জাতীয় অথবা আমি জানি না তিনি কি আরবীয় না অনারবীয়? (উত্তরে তিনি ফতওয়া প্রদান করে বলেন) فلا شك فى كفره لتكذيبه القران ঐ ব্যক্তির কুফরি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই কেননা সে কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো।'

২. সে আমার লিখিত বই থেকে আরো উল্লেখ করেছে – 'তাঁকে মানুষ বলে ঈমান না রাখলে নিঃসন্দেহে কাফের।'

এ উক্তিটিও আমার নিজস্ব নয়। উদ্ধৃত অংশের ১ লাইন উপরে এবং এর ১ লাইন নিচে লিখা রয়েছে– 'আল্লাহর হাবিব সৃষ্টিতে নূর, আপাদমস্তক নূর যার ছায়া ছিল না আইনী নূর কিন্তু جنس بشر 'জিনসে বশর' বা জাতিতে মানুষ কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কোন তুলনা নেই। তাঁকে আমাদের মত মানুষ বা দশজনের মতো একজন মানুষ বলা বা আকিদা রাখা কুফুরি। তিনি হচ্ছেন اكمل بشر 'আকমলে বশর' বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ, خير البشر 'খাইরিল বশর' বা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বা মহামানব।... তিনি অলৌকিক মহামানব, যার কোন তুলনা হয় না। যার দেহ মোবারকের কোন ছায়া ছিল না। এ লেখাগুলো আপনার চোখে ধরা পড়ল না কেন? আমি মুফতিকে (!) বলতে চাই, মুফতি সাহেব ! আপনার চোখে দেখার পাওয়ার যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে ডাক্তারি করিয়ে চোখে চশমা দিয়ে আমার লেখা কিতাবখানা পাঠ করলে আপন ঈমান নসিব হবে। অন্যথায় কুফুরি ও গোমরাহী অতল গহ্বরে ডুবিয়ে যাবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদা হলো রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে বেনজির বেমিসাল সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। যদি কেউ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাশারিয়াত বা মানবত্বকে অস্বীকার করে তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপ কেউ যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মতো মানুষ বলে বিশ্বাস করে সেও কাফেরদের দলভুক্ত হবে।

নেত্রকোণা নিবাসী মরহুম মাওলানা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আলকাদেরী সাহেবও এই মাসআলার ব্যাপারে আমাদের সাথে ঐকমত্য রয়েছেন। তার লিখিত ও প্রকাশিত বই-পুস্তকসমূহ এর জলন্ত প্রমাণ। তার লিখিত পুস্তকের মধ্যে 'নূরে খোদা রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা ঈমান ভাণ্ডার (১ম খণ্ড), 'আছমতে

আম্বিয়া বা ঈমান ও মারেফাত ভাণ্ডার বিংশ খণ্ড, 'আত্ত্বাহিয়্যাতের রহস্য ও কালিমায়ে তৌহিদের তাফছীর' এবং 'হুক্কার জাতির উচ্ছেদ ও গান-বাজনার পতন' নামক বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব বই-পুস্তকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়াত সম্পর্কে তিনি যে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ–

'নবী মানুষ জাতিতেই আসেন মানুষই হয়, জীন বা ফেরেস্তা নবী হয় না। ইহা এই দুনিয়ার নীতি বিধান।' (ঈমান ও মারেফাত ভাণ্ডার বিংশ খণ্ড- ৮ পৃষ্ঠা)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব সম্রাট।' (গান-বাজনার পতন– ১৩ পৃষ্ঠা)

'নবীজির মতো মানুষ দুনিয়ায় নাই।' (ঈমান ও মারেফাত ভাণ্ডার বিংশ খণ্ড- ১৭ পৃষ্ঠা)

'ফলকথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ কিন্তু বেমিছাল মানুষ। দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে হুজুরের তুলনা হইতে পারে না।' (ঈমান ভাণ্ডার ১ম খণ্ড- ২৩ পৃষ্ঠা)

(যারা) 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাশার বা মানুষ না মানে তবে (তারা) কাফের হবে। আমাদের মত বললে কাতল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।' (আত্ত্বাহিয়্যাতের রহস্য- ১৩ পৃষ্ঠা)

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ বলিয়া ডাকা অথবা ভাই ইত্যাদির শব্দের দ্বারা ডাকা হারাম। যদি এহানতের অর্থাৎ তুচ্ছতার সহিত ডাকে তবে কাফের হইবে। কিতাব আলমগীরী। (ঈমান ও মারেফাত ভাণ্ডার- ৯ পৃষ্ঠা)

ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/২৮২ পৃষ্ঠা নতুন ছাপা ২/৪১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

من قال لاادرى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان انسيا اوجنيا يكفر كذا فى الفصول العمادى-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি বলে যে, আমি জানি না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন না জিন ছিলেন, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন ফুসুলুল ইমাদীতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত ফতওয়া প্রদান করে উল্লেখ করেন–

اور جو مطلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے- قال تعالی: قل سبحن ربی ھل کنت الا بشرا رسولا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মতলকান হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাশারিয়াত বা মানবত্ব অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তি কাফের। আল্লাহতা'য়ালা এরশাদ করেন– قل سبحن ربی ھل کنت الا بشرا رسولا অর্থ: হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক অতি পবিত্র। আমি মানব রাসূল ছাড়া আর কিছুই নই। واللہ تعالی اعلم

৩. আজব মুফতি (!) আমার লিখিত 'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৩৯ পৃষ্ঠা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছে 'এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহতা'য়ালার নূর নবী সৃষ্টির ধাতু। আল্লাহতা'য়ালা কোন মাধ্যম ছাড়াই 'কুন' বলেছেন 'ফাইয়াকুন' নবীর নূর মোবারক সৃষ্টি হয়ে গেল।' (হাকিকতে নূরে মোহাম্মদ– ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

এ কথাটিও শুধু আমার নিজস্ব বক্তব্য নয়। এটা আল্লামা জারকানী আলাইহির রহমত 'শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

من نوره اضافة تشريف واشعار بانه خلق عجيب وان له شانا مناسبة ما الى الحضرة الربوبية على حد قوله تعالى

ونفخ فيه من روحه وهى بيانية اى من نور هو ذاته

لابمعنى انها مادة خلق نوره منها بل بمعنى تعلق الارادة به

بلا واسطة شئ فى وجوده-

অর্থাৎ মিন নূরিহি তাঁর (আল্লাহর) নূর হতে বা নূর কর্তৃক ইহা ইজাফতে তাশরিফি বা সম্মানসূচক সম্বন্ধ এবং ইহা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, ইহা সৃষ্টিজগতের এক আশ্চর্য বস্তু। ইহার একটি পৃথক শান রয়েছে আল্লাহতা'য়ালার দরবারে। এ শানটির একটি মুনাসিবত বা সাদৃশ্য হতে পারে আল্লাহতা'য়ালার ঐ বাণীর সাথে– ونفخ فيه من روحه আদম আলাইহিস সালামের দেহ মোবারকে তাঁর (আল্লাহর) রূহ ফুঁকলেন অর্থাৎ এখানে রূহের সম্বন্ধ আল্লাহতা'য়ালার দিকে সম্মানার্থে করা হয়েছে।

من نوره এর মধ্যে من 'হরফে জার' বয়ানিয়া, বর্ণনামূলক। من نوره এর মধ্যে যে নূর রয়েছে এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জারকানি আলাইহির রহমত বলেন– اى من نور هو ذاته অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে সে নূর আল্লাহতা'য়ালার জাত لا بمعنى انها مادة خلق نوره منها কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাত রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টির মাদ্দা বা মূল ধাতু, বরং ইহার অর্থ এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর মোবারক সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহতা'য়ালার এরাদা বা ইচ্ছার সম্পর্ক বেলা ওয়াসেতা বা সরাসরি অর্থাৎ কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লামা জারকানি আলাইহির রহমত এর উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো আল্লাহতা'য়ালা হেকমতে কামেলার দ্বারা সর্বপ্রথম তাঁর হাবিবের নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন

এবং সেই সৃষ্ট নূরের ডাইরেক্ট বা সরাসরি সম্পর্ক আল্লাহর জাতের সঙ্গে রয়েছে।

এজন্যই বলা হয়ে থাকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عین ذات الھی سے پیدا ہوا আল্লাহর প্রকৃত জাত কর্তৃক সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহ হচ্ছেন নূরে হাকিকী অর্থ নূর সৃষ্টিকারী আর রাসূলেপাক হচ্ছেন সৃষ্টিতে নূর جنس 'জিনছে' বা জাতিতে বেনজির বেমিসাল বশর অর্থাৎ নূরানী মানুষ।

অনুরূপ বক্তব্য চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী আলাইহির রহমত 'সিলাতুস সফা ফি নূরিল মোস্তফা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

ھاں عین ذات الھی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الھی ذات رسالت کے لئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا عیاذ باللہ ذات الھی کا کوئ حصہ یا کل ذات نبی ہوگیا اللہ عز وجل حصے اور ٹکرے اور کسی کے ساتہ متحد ہوجانے یا کسی میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی شئ کو جزء ذات الھی خواہ کسی مخلوق کو عین ونفس ذات الھی ماننا کفر ہے-

(আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত عین ذات الھی سے پیدا ہوا 'আইনে জাতে এলাহী ছে পয়দা হুয়া' এর ভাবার্থ উদঘাটন করতে গিয়ে উল্লেখ করেন)

ভাবার্থ: আইনে জাতে এলাহি বা আল্লাহর প্রকৃত জাত থেকে (নূরে হাকিকী আল্লাহর জাত কর্তৃক) হাবিবে খোদা সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাত রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জাত সৃষ্টির জন্য মাদ্দা বা মূল ধাতু। (নাউজুবিল্লাহ) যেমন মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর জাতের কোন অংশ বা আল্লাহর কুল জাত নবী হয়ে গিয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ অংশ, টুকরো এবং কোন কিছুর সাথে একীভূত হওয়া অথবা কোন বস্তুর মধ্যে হুলুল হওয়া থেকে পবিত্র। হুজুর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোন বস্তুকে আল্লাহর জাতের অংশ এমনকি কোন সৃষ্টিকে প্রকৃত জাত ও নফসে জাতে এলাহি মানা বা আক্বিদা রাখা কুফুরি।'

উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আল্লাহতা'য়ালার জাত মোবারক এমন একটি নূর যার কোন উদাহরণ বা মিসাল নেই। বেনজীর বেমিসাল নূর। যে নূরের অংশ হয় না, ভাগ হয় না, টুকরো হয় না, লাল, হলুদ, সবুজ এককথায় সৃষ্টির মধ্যে যার কোন তুল্য নেই। মোটকথা আল্লাহর নূর হলো নূরে হাকিকী এবং রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর হলো নূরে তাখলিকী বা আল্লাহর সৃষ্টি নূর।

এ সংক্রান্ত বক্তব্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যেমন– আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী আলাইহির রহমত, হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমতও প্রদান করেছেন। অথচ আমি আমার 'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' এর ৪০ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত লিখিত 'সিলাতুছ ছফা ফি নূরিল মোস্তাফা' এর মূল এবারতসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য আরেকবার দেখে নিলে ঈমান তাজা হবে।

৪. আমার লিখিত 'হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ১২৩ পৃষ্ঠা থেকে একটি খণ্ড বক্তব্য উল্লেখ করে সে লিখে– 'আল্লাহর হাবিব নূরে মাজাজি।'

এ বক্তব্যও শুধুমাত্র আমার নয়। বরং এটা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী আলাইহির রহমত সূরা নূর এর ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে কবীরে' এ বক্তব্যই প্রদান করেছেন। যা আমার লিখিত হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামক কিতাবের ৪৭ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মনের সান্ত্বনার জন্য এবারতটুকু পুনরায় উল্লেখ করলাম।

সপ্তম শতাব্দীর ষষ্ঠ মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী আলাইহির রহমত (ওফাত ৬০৪ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে কবির' নামক কিতাবের ১২ নম্বর জিলদের ২৩ নম্বর জুজ এর ২৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম গাজ্জালি আলাইহির রহমত এর- مشكوة الانوار 'মিশকাতুল আনওয়ার' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন–

والممكن لذاته يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره والعدم هو الظلمة- (ص ٢٣٠ جزء ٢٣)

ভাবার্থ : মুমকিন বিজ্জাত বা সত্ত্বাগত মুমকিন বলা হয় যা স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয়, অন্যের দ্বারা অস্তিত্বশীল হয়, আর সকল عدم 'আদম' বা অস্তিত্বহীন হচ্ছে জুলমত বা অন্ধকার (যা নূরের বিপরীত)। অতঃপর বলেন–

الحاصلة والوجود هو النور- فكل ما سوى الله مظلم لذاته مستنير بانارة الله تعالى (ص ٢٣٠ جزء ٢٣)

ভাবার্থ: সারকথা হচ্ছে, আল্লাহতা'য়ালার ওজুদই হচ্ছে একমাত্র নূর (বা হাকিকী নূর বমা'না منور 'মুনাওইর' নূর সৃষ্টিকারী) অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু সত্ত্বাগতভাবে জুলমত বা অন্ধকার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নূরের দ্বারাই নূরান্বিত। এককথায় আল্লাহ হচ্ছেন ওয়াজিবুল ওজুদ যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই যিনি বিজ্জাত মওজুদ অর্থাৎ নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। অতঃপর আরো বলেন–

وعند هذا يظهر ان النور المطلق هو الله سبحانه وان اطلاق النور على غيره مجاز اذ كل ما سوى الله (ص ٢٣٠ جزء ٢٣)

ভাবার্থ: দলিলভিত্তিক আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চয় নূরে মতলক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর নূরের এতলাক বা অন্য কাউকে নূর আখ্যায়িত করা মজাজ বা রূপক অর্থে প্রয়োগ হবে। (হাকিকী নূর একমাত্র আল্লাহতা'য়ালা। আল্লাহ তাঁর হাবিবের নূর মোবারক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।) অতঃপর আরো বলেন–

فثبت انه سبحانه هو النور- وان كل ما سواه فليس بنور الاعلى سبيل المجاز (ص ٢٣٠ جزء ٢٣)

ভাবার্থ: অতএব, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালাই একমাত্র নূর। আল্লাহতা'য়ালা ছাড়া অন্য যা কিছুই রয়েছে কাউকে নূর বলে আখ্যায়িত করা যায় না কিন্তু তা হবে মজাজ বা রূপক অর্থে নূর।

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী আলাইহির রহমত এর উপরোক্ত বক্তব্যকে পরবর্তী সুন্নি উলামায়ে কেরামগণও গ্রহণ করেছেন। যেমন– আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত 'সিলাতুছ ছফা ফি নূরিল মোস্তফা' নামক কিতাবে আল্লাহর নূরকেই একমাত্র হাকিকী নূরে বলে অভিহিত করেছেন। আমার বক্তব্যও এটাই।

Pdf by Sumon Mahmud

খোলাসা বয়ান

জনৈক মুফতি (!) এর ফতোয়ায় যদি উপরোক্ত ৪টি বক্তব্য ঈমাননাশক বা বিভ্রান্তিকর কুফুরি মতবাদ হয়ে থাকে, তাহলে আমার প্রশ্ন– আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যেমন– ১. আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী আলাইহির রহমত, ২. আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দিন ইরাকী আলাইহির রহমত, ৩. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছী হানাফি বাগদাদী আলাইহির রহমত, ৪. আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খাঁন ফাজিলে বেরলভী আলাইহির রহমত, ৫. হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত, ৬. গাজ্জালীয়ে যমান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী আলাইহির রহমত প্রমুখ প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের বক্তব্যও বিভ্রান্তিমূলক বা ঈমাননাশক কুফুরি মতবাদ বলার দুঃসাহস দেখাবেন? যদি দেখান তাহলে আমরা বলতে পারি আপনি সুন্নি জামাতের অন্তর্ভুক্ত নন। আপনি খারেজি, রাফেজি ও ওহাবিদের ন্যায় বাতেল দলের অন্তর্ভুক্ত বলেই সুন্নি মুসলমানগণ মনে করবে।

ফতোয়ায় উল্লেখ রয়েছে, 'আল্লাহ পাকের নূর থেকে পেয়ারে নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন।' এর সঠিক মর্মার্থ কী হবে, তথাকথিত মুফতি সাহেব আপনি কি অনুধাবন করেছেন? যদি এই অনুভূতি আপনার না-ই থাকে তাহলে এ ব্যাপারে মাহির বা বিজ্ঞ সুন্নি উলামায়ে কেরামদের বক্তব্য কী তা শুনুন, জানুন এবং বুঝার চেষ্টা করুন।

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত তদীয়– رسالہ نور 'রিসালায়ে নূর' এর ৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন–

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نور ہونے کے
نہ تو یہ معنی ہیں کہ حضور خدا کے نور کا ٹکرا ہیں نہ

Pdf by Sumon Mahmud

یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے نہ یہ کہ حضور علیہ السلام خدا کی طرح ازلی ابدی ذاتی نور ہیں۔ نہ یہ کہ رب تعالی حضور میں سرایت کرگیا ہے تاکہ شرک وکفر لازم آے بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ رب سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق حضور واسطے سے رب کا فیض لینے والی۔

অর্থাৎ 'হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূরের টুকরো বা অংশ। এর অর্থ ইহাও নয় যে, খোদার নূর হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরের মাদ্দা বা মূল। এর অর্থ এটাও নয় যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদা তা'য়ালার ন্যায় আজালী আবাদী জাতি নূর। এর অর্থ ইহাও নয় যে, আল্লাহতা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে 'ছরায়ত' বা অনুপ্রবেশ করেছেন। এরূপ হলে শিরিক এবং কুফুর অনিবার্য হয়ে পড়বে। বরং শুধুমাত্র এর অর্থ এটাই হবে যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাওয়াছাতা বা মধ্যস্থতাবিহীন সরাসরি আল্লাহতা'য়ালার ফয়েজ অর্জনকারী এবং সমস্ত সৃষ্টি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যস্থতায় খোদার ফয়েজ গ্রহণকারী।'

এখানে আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আলাইহির রহমত হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নূরে খোদা' এর ৫টি অর্থ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি অর্থকে কুফুরি ও শিরিক বলে অভিহিত করেছেন। আর সর্বশেষ তথা ৫নং অর্থটিকেই সঠিক অর্থ বলে মত প্রদান করেছেন। এককথায় হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার নূর এর সঠিক ঈমানী অর্থ হলো– নূরনবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাওয়াছাতা বা মধ্যস্থতাবিহীন সরাসরি আল্লাহর ফয়েজ অর্জনকারী। এবং সমস্ত সৃষ্টি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় খোদার ফয়েজ গ্রহণকারী।

গাজ্জালীয়ে যমান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী রহমতুল্লাহ আলাইহি তাঁর ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم নামক গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদিসশরীফের মর্মে অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন–

اس حدیث میں نور کی اضافت بیانیہ ہے اور نور سے مراد ذات ہے زرقانی جلد اول صفحہ٤٦ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک یعنی اپنی ذات مقدسہ سے پیدا فرمایا اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالی کی ذات حضور علیہ السلام کی ذات کا مادہ ہے یا نعوذ باللہ حضور کا نور اللہ کے نور کا کوئ حصہ یا ٹکڑا ہے تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا-

اگر کسی ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہے تو اسے توبہ کرنا فرض ہے- اس لئے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک ہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے-

অর্থাৎ উক্ত (হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত) হাদিসে নূর এর এজাফত এজাফতে বয়ানিয়া (বর্ণনামূলক সম্পৃক্ত) আর নূর দ্বারা ذات (যাত) বা সত্ত্বা বুঝানো হয়েছে। (জারকানী ১/৪৬ পৃষ্ঠা) এখন হাদিসের অর্থ এই যে, আল্লাহতা'য়ালা তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Pdf by Sumon Mahmud

ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নূর মোবারক স্বীয় যাত বা সত্ত্বা হতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, (মা'য়াজাল্লাহ) আল্লাহ তা'য়ালার যাত বা সত্ত্বা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাত বা সত্ত্বার মাদ্দা বা মূল। অথবা এ অর্থও নয় যে, (নাউজুবিল্লাহ) হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক আল্লাহতা'য়ালার নূরের অংশ বা টুকরো। আল্লাহতা'য়ালা তা হতে (অর্থাৎ অংশ, টুকরো ও হুজুরের নূর সৃষ্টির মাদ্দা হতে) পবিত্র ও মহান।

যদি কোন অজ্ঞ লোকের এ বদ আকিদা থাকে, তবে তার উপর তাওবা করা ফরয। কেননা এরূপ নাপাক আকিদা নিরেট কুফুরি ও শিরক। মহান আল্লাহতা'য়ালা যেন আমাদেরকে এ ধরনের বাতিল আকিদা থেকে হেফাজত রাখেন।'

আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমত 'ছিলাতুফ ছফা ফি নূরিল মোস্তাফা' নামক কিতাবে 'জারকানী'র উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ বক্তব্যই প্রদান করেছেন। আমরাও তাদেরই অনুকরণে নূরে খোদা এর অনুরূপ বক্তব্যই প্রদান করে থাকি। যা কথিত মুফতিদের (!) গায়ে সয় না। বরং অজ্ঞতার কারণে হিংসার বশবর্তী হয়ে ইহাকে বিভ্রান্তিকর ঈমাননাশক মতবাদ বলে মুসলমানদের বিপথগামী ও কুফুরির দিকে ধাবিত করছে এবং নিজেও কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লাহপাক ঈমানের হিফাযতকারী। আমিন।

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী
তারিখ-০১/০৯/১৫ইং

Pdf by Sumon Mahmud

Pdf by Sumon Mahmud

ভৈরবের বাহাসে বাতিলপন্থীরা অনুপস্থিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গত ১১-০৫-২০১৫ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থমাওলানা ওয়াহিদুর রহমান ভৈরব বাজারের বক্তাপন্নিতে এক মিলাদ মাহফিলে এসে হাজির হন। উক্ত মিলাদে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাওলানা শরিফুল আজিজ সাহেব। ঐ মিলাদে সে দাবী করে **"নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লাম মানুষ নয়, জ্বিন নয়, ফেরেস্তাও নয়। এমনকি তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লামকে আল্লাহর সৃষ্টিও বলা যাবে না"**। এই বিতর্কিত মন্তব্য শুনে মাওলানা শরিফুল আজিজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানান। ঐ সময় তাদের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ওয়াহিদুর রহমান মাওলানা শরিফুল আজিজ সাহেবকে বাহাসের চ্যালেঞ্জ জানায় এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ইতি মধ্যে এ কথা ভৈরব ছড়িয়ে পরলে আমি (বশির আহমেদ) শরিফুল আজিজের সাথে দেখা করি এবং তার কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা শুনি। অতপর আমি ওয়াহিদুর রহমানকে ফোন করে ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে সেও তাহা স্বীকার করে। তখন আমি হারুন সাহেবের মধ্যস্ততায় ওই রাতেই ঘরোয়া পরিবেশে উভয় পক্ষকে বাহাসের আমন্ত্রণ জানাই এবং তারা তাহাতে রাজি হন। এর কিছুক্ষন পর ওয়াহিদুর রহমান আমাকে ফোন দিয়ে বলেন **"ভাই (বশির আহমেদ) আমার কাছে এখন কোন কিতাব নাই, তাই আমি আগামী শনিবারে কিতাব নিয়ে হারুন সাহেবের বাসায় ঘরোয়া পরিবেশে বসতে চায়"**। তখন আমি এই কথাশুনে শরিফুল আজিজ সাহেবকে জানালে তিনি তাতেও রাজি হন। অতপর আমি হারুন সাহেবের এক মুরিদকে (ইমন) পাঠায় তার (ওয়াহিদুর রহমান) এর কাছ থেকে লিখিত রাজি নামা নেওয়ার জন্য। প্রথমে কথাছিল ঘরোয়া পরিবেশে বসার, কিন্তু লিখিত বক্তব্য এবং মোবাইলের কথার মধ্যে অনেক ব্যবদান করে বসার ব্যপারে সে অনেকগুলো শর্ত জোরে দেন। পরে বাহাসের দিন ২য় পক্ষ উপস্থিত থাকলেও ১ম পক্ষ উপস্থিত ছিল না। ২য় পক্ষের আলেমদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন **হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল করিম সিরাজ নগরী (মা:জি:আ:)** সাহেবসহ-

মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন আল কাদেরী (নাসিরনগর)

মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম আজিজি (নাসিরনগর)

মাওলানা মোস্তাক আহমেদ (বি-বাড়িয়া)

মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরী

মাওলানা মিজানুর রহমানসহ আরো দেশ বরণ্য উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। অতপর সকলের উপস্থিতিতে আল্লামা সিরাজ নগরী সাহেব কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেন **"আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লাম সৃষ্টিতে নূর, আল্লাহ তায়ালা নিজ জাত কর্তৃক হেকমতে কামেলা দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লাম এর নূরকে সৃষ্টি করেন। তিনি আরো প্রমাণ করেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লাম এর নূর নূরে হাদিস, নূরে কাদিম নয় এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিয় সাল্লাম জিনসে বশর অর্থাৎ জাতিতে মানব"**।

উল্লেখ্য যে, ১ম পক্ষ ওয়াহিদুর রহমান ২য় পক্ষ মাওলানা শরিফুল আজিজ।

নিবেদক

তারিখঃ ২৭।০৫।২০১৫.

(জনাব বশির আহমেদ)
ভৈরবপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত হযরতুল আল্লামা
অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব কিবলার
লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন
এবং ঈমান ও আমলকে মজবুত করুন।

১। আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়
২। হাকিকতে মিলাদ বা মিলাদ শরীফের মূলতত্ত্ব
৩। কোরআন-ছুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের
৪। শরিয়তের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী
৫। ওহাবীদের মূল খারেজীদের ইতিকথা
৬। মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা
৭। আহলে ছুন্নাত বনাম আহলে বিদআত
৮। তাফছিরাতে আহমদিয়া কোরআন
৯। ওহাবী ও তাবলীগীদের গোপন কথা
১০। রোজার মাছায়েল
১১। একনজরে হজ্ব উমরা ও জিয়ারতে মদিনা মুনাওয়ারা
১২। আমালুল মুছলিমীন
১৩। নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের মত মানুষ?
১৪। গোলাবী ওহাবীদের গোপনকথা
১৫। ফাতাওয়ায়ে মমতাজিয়া
১৬। তাশরীহুল আহাদীছ
১৭। মুতাখাবুত তাজবীদ
১৮। তাবলীগে রাছুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছী
১৯। বরাতে রাসূলই বরাতে খোদা
২০। নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২১। কাযা নামায আদায়ের বিধান
২২। ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এর আবির্ভাব
২৩। লাইলাতুল বারাআত বা শবে বরাত
২৪। জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী
২৫। বরাতে রাসূল রেজায়ে খোদা
২৬। তাকরীবুল ইবরাহীম
২৭। তাফসিরে সূরায়ে নসর
২৮। খাসি ও বলদ কোরবানীর ফাতাওয়া
২৯। বানাবা নামাযের পর দোয়া
৩০। সমবেত কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে দরূদ ও সালাম পাঠ করা উত্তম
৩১। হাকিকতে নূরে মোহাম্মদী
৩২। হেফাজত আমীরের মুখোশ উন্মোচন
৩৩। ইজহারে হক্ব
৩৪। বাংলা ও আসামে ওহাবী মতবাদের অনুপ্রবেশ
৩৫। ওহাবিয়ত প্রচারে নবকৌশল

sumonmahmud-bd.blogspot.com